Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 17, 1432 Bangla, January 31, 2026, Saturday, No. 31, 56th year

H I G H L I G H T S

BNP Chairman Tarique Rahman has said that only BNP can firmly control law & order in country & provide security to people, stressing that only BNP can free the country from grip of corruption. [Jago FM: 14]

NCP has unveiled a 36-point manifesto ahead of upcoming national elections. NCP Convener Nahid Islam has said the party sticks to its own reform agenda despite joining 11-party alliance. [Jago FM: 14]

Jamaat-e-Islami Ameer Dr. Shafiqur Rahman said that his party will work to build the country that youth expect. Those who love Bangladesh will vote 'yes' first & second vote will be for justice. [Jago FM: 16]

A total of 80 candidates from minority communities are contesting in national polls from various parties & independently. Many of them are concerned about their safety & minority voters. They think govt. has failed to ensure 'level playing field' for elections. [DW: 11]

3 political murders & 144 incidents of violence have occurred since the announcement of schedule for the elections. Crime analysts think if conflict-prone districts cannot be identified & action taken quickly, law & order situation could spiral out of control in national elections. [Jago FM: 15]

Following national polls & referendum, questions of legal complexity are emerging regarding nature & procedural aspects of work of Parliament & Constitution Reform Council. There is also intense discussion on social media about process of transferring power to an elected govt. [BBC: 04]

The interim government has taken the initiative to set the one-way airfare on the Saudi Arabia-Bangladesh route for expatriate Bangladeshi workers at only Tk 20,000. [DW: 10]

More than 150 prisoners have been exchanged through a flag meeting between the coast guards of Bangladesh & India along the int'l maritime boundary. 128 Bangladeshi fishermen have been handed over to their families. [DW: 11]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ১৭, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ৩১, ২০২৬, শনিবার, নং- ৩১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, একমাত্র তার দলের পক্ষেই সম্ভব দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা। তিনি আরও বলেন, বিএনপিই একমাত্র পারে দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে। [জাগো এফএম: ১৪]

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে এনসিপি ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, নির্বাচনে জোট গঠন করলেও, ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে এনসিপির লক্ষ্য সংস্কার বাস্তবায়ন করা। [জাগো এফএম: ১৪]

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, যুব সমাজের প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়তে কাজ করবে তার দল। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসবে তাদের প্রথম ভোট হবে `হ্যাঁ,, দ্বিতীয় ভোটটি হবে ইনসাফের পক্ষে। [জাগো এফএম: ১৬]

জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন দলের হয়ে মোট ৮০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। তাদের অনেকেই নিজের এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। তারা মনে করছেন, সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন `লেভেল প্লেয়িং, মাঠ নিশ্চিত করতে পারেনি। [ডয়চে ভেলে: ১১]

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ১৪৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সংঘাতপ্রবণ জেলাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করেন অপরাধ বিশ্লেষকরা। [জাগো এফএম: ১৫]

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের পর সংসদ এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের কাজের ধরণএবং প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো নিয়ে আইনি জটিলতার প্রশ্ন সামনে আসছে। নির্বাচনের পর সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা চলছে। [বিবিসি: ০৪]

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটে একমুখী টিকিটের ভাড়া মাত্র ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। [ডয়চে ভেলে: ১০]

বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমারেখা এ দুই দেশের কোস্টগার্ডের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দেড় শতাধিক বন্দি বিনিময় করা হয়েছে। বাংলাদেশি ১২৮ জেলেকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। [ডয়চে ভেলে: ১১]

বিবিসি

যেখানে ১৬টি আসনেই বিএনপি-জামায়াত জোটে লড়াইয়ের আভাস

সংসদ নির্বাচন ঘিরে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা চলছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনে। প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস যেমন আছে, পাশাপাশি সংঘাত-সহিংসতার কারণে এই এলাকায় ভোটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথাও বলেছেন অনেকে। তফশিল ঘোষণার আগে ও পরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনে বেশ কয়েকটি নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যেও সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে গত কয়েকদিনে। তবে, ভোটারদের মাঝে ভোট নিয়ে উৎসবের পরিবেশও দেখা গেছে। পথে পথে ব্যানার, নগর জুরে মাইকিং, কখনওবা ঢোল বাদ্য বাজিয়ে নানা আয়োজন দেখা গেছে নির্বাচন ঘিরে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনের ভোটাররা একবাক্যে বলছিলেন, বন্দর নগরী সবচেয়ে বড় সংকট জলাবদ্ধতা ও যানজট। তাদের দাবি, যেই ভোটে জিতুক তারা যেন উদ্যোগ নেন সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বন্ধের।

এদিকে, প্রচারণার জন্য অল্প সময় বাকি থাকায় ভোটারদের সমর্থন আদায়ে শেষ চেষ্টাটুকু করছেন প্রার্থীরা। স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপে চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে সবগুলোতেই বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী জোটের প্রার্থীদের মধ্যে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলেছে। আগে থেকেই চট্টগ্রামে সাংগঠনিক অবস্থান মজবুত থাকায় নির্বাচনি লড়াইয়ে উজ্জীবিত বিএনপি। দলটির নেতারা মনে করছেন, হাতে গোনা দুয়েকটি আসন বাদ বাকিগুলোতে জয় পাবেন তারা। অন্যদিকে, দুইটি আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী আছে বিএনপির, কোথাও কোথাও দলীয় মনোনয়ন নিয়ে সংকটও আছে। আর এটিকে সুযোগ হিসেবে দেখছে জামায়াতে ইসলামী। তবে নির্বাচন ঘিরে যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে, ভোটারদের শঙ্কা বাড়ছে, সেই বিষয়টি কীভাবে সামাল দেবে নির্বাচন কমিশন- এমন প্রশ্নে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এবারের নির্বাচন ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেবে ইসি।

তিনটি সমস্যার সমাধান চান ভোটাররা

চট্টগ্রামের নালাপাড়া বাজারে কথা হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আসলাম হোসেনের সাথে। প্রায় দেড় যুগ ধরেই চট্টগ্রাম শহরে তার বসবাস। তিনি বলছিলেন, দেশের প্রধান বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে সামান্য বৃষ্টিতেই যে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে, তা নিয়ে কোনো সমাধান এখন পর্যন্ত কোনো সরকার করতে পারেনি। এখানকার বাসিন্দাদের অনেকেই বলছিলেন, নগরীর পানি নিষ্কাশনের জন্য যে খাল নালাগুলো ছিল, সেগুলোর অনেকাংশেই দখল হয়ে গেছে। যে কারণে বৃষ্টিতে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা তৈরি হয় বর্ষা মৌসুমসহ বছরের বিভিন্ন সময়। এই যেমন, হাফিজা আক্তার বলছিলেন তার বাড়ির পাশের একটি নর্দমা আটকে রাখছে একটি পক্ষ। যে কারণে বৃষ্টি হলেই পুরো বাড়িঘর তলিয়ে যায় তারা। এ নিয়ে তিনি সমাধানের চেষ্টা করেছেন, সরকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের কাছেও গিয়েছেন; কিন্তু কোনো সমাধান এখনো পাননি। তিনি বলছিলেন, "যখন আমাদের পরিবার প্রতিবাদ করছে, কথা বলছি, তখন খাল দখলদাররা আমার ছেলেরে ফোন করে বলছে কাফনের কাপড় রেডি রাখিস।„

এলাকার বাসিন্দাদের মতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দখলদাররা খাল-নালাসহ বিভিন্ন জলাশয় দখল করে স্থাপনা দোকান নির্মাণের ফলে অনেক জায়গায় জলাবদ্ধতা আরো বেড়েছে। গত কয়েক বছরের চট্টগ্রামের যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এতে খুব বেশি সমাধান আসেনি। যে কারণে যানজট নিরসনে স্থায়ী সমাধানের কথাও বলছিলেন ভোটারদের অনেকেই। কেউ কেউ আবার নাগরিক ভোগান্তির পাশাপাশি চাঁদাবাজির বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন। তাদের অনেকেই বলেছেন, এখানে কেউ নতুন করে দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে গেলে চাঁদা গুনতে হয়। পার্কিং স্পেস থেকে শুরু করে বাজারের বিভিন্ন দোকানেও চলে চাঁদাবাজি। যা গত দেড় বছরে আরো বেড়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে বলছিলে, নালাপাড়া বাজার এলাকার ভোটার মো. মহিউদ্দিন। তিনি বলেন, আমরা চাই এমন একজন ভোটে জিতুন, যিনি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করবে। বিশেষ করে, গত কয়েক মাসে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনায়ও চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা দেখা গেছেন।

নির্বাচন ঘিরে শঙ্কা কেন?

প্রায় ৬৬ লাখ ভোটারের চট্টগ্রাম জেলায় মোট সংসদীয় আসন রয়েছে ১৬টি। সিটি করপোরেশেন এলাকার বাইরে মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে চট্টগ্রামের রাজনীতি দুই অঞ্চলে বিভক্ত। কর্ণফুলি নদীর এক প্রান্ত থেকে কক্সবাজার জেলার এই সীমান্ত পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রাম এবং মিরসরাই থেকে রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত উত্তর চট্টগ্রাম। গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হয়েছে। এই তফশিল ঘোষণার আগে থেকেই চট্টগ্রামের বেশ কয়েক জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের ৩ নভেম্বর বিএনপি প্রাথমিক মনোনয়ন তালিকা ঘোষণার পর নির্বাচনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা দেয় বিএনপি। ওই সময় মনোনয়ন নিয়ে রাস্তা অবরোধ ও অগ্নিসংযোগসহ সহিংসতা ছড়ায় সীতাকুণ্ড এলাকায়। এর একদিন পরেই চট্টগ্রাম-৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর একটি কর্মসূচিতে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত হয়, আহত হন এরশাদ উল্লাহও। সব খানে যখন নির্বাচনের পরিবেশ,

এরইমধ্যে সম্প্রতি সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন র‍্যাবের এক কর্মকর্তা। গত কয়েক দিনে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যেও নির্বাচনি প্রচারণায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে মীরসরাই, রাউজান, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়াসহ বেশ কিছু এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। পুলিশের অপরাধ পরিসংখ্যান বলছে, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরীতেই খুনের ঘটনা ঘটেছে ২২টি, অস্ত্রবাজির ঘটনা ২৩টি। আর চট্টগ্রাম রেঞ্জে এই সংখ্যা যথাক্রমে ২০৯ এবং ২০২টি। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে অনেক প্রার্থীর।

ভোটারদেরও অনেকেই বলছিলেন, এমন যদি পরিবেশ থাকে, তাহলে অনেকেই ভোটের দিন কেন্দ্রে যেতে আগ্রহ দেখাবেন না। চট্টগ্রামের নগরীরর পতেঙ্গা এলাকায় কথা হয় আলী হোসেনের সাথে। মি. হোসেন বলছিলেন, অনেক বছর পর ভোটের আমেজ পাচ্ছিলাম, আবার দেখলাম হামলা হচ্ছে, ঝামেলা হচ্ছে, এসব হলে নির্বাচন হবে কি-না, সেই চিন্তাও তৈরি হয়। চট্টগ্রামে গত কয়েকমাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে, যাদের বেশিরভাগই বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী। শুধু সীতাকুণ্ডেই রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছেন অন্তত চারজন। যদিও আঞ্চলিক আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম-১১ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এবারের নির্বাচনে ভোটের মাঠে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যারা দায়িত্ব পালন করবে, তাদের সব রকম প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে

চট্টগ্রামে সাংগঠনিকভাবে বেশ শক্ত অবস্থান রয়েছে বিএনপির। তবে বিভিন্ন আসনে দলীয় মনোনয়ন ঘিরে অসন্তোষ ও কোন্দল দেখা গেছে বিএনপিতে। আন্দোলনের মুখে সীতাকুণ্ডে প্রার্থী পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে দলটি। মনোনয়ন নিয়ে অসন্তোষের বাইরে দুইটি আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীও আছে বিএনপির। এছাড়াও, দলীয় কোন্দল কিংবা মনোনয়ন নিয়ে অসন্তোষ আছে বেশ কয়েকটি আসনে। কোথাও কোথাও মনোনয়ন নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশাও রয়েছে। যে কারণে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী এবং ভোটারদের কেউ কেউ বলছিলেন, আগামী নির্বাচনে চট্টগ্রামে বিএনপির বেশকিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে। যদিও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম-১১ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলছেন, তারা আশা করছেন যে, সবগুলো আসনেই জয় আসতে পারে বিএনপির। "জনগণের বিএনপির প্রতি একটা আস্থা আছে। আগেও ছিল এখনো আছে। সেই আস্থার ভিত্তিতেই মানুষ এবার বিএনপিকে ভোট দেবে বলে আমি মনে করি,„ বিবিসি বাংলাকে মি. চৌধুরী বলছিলেন।

অন্যদিকে, চট্টগ্রামের সবগুলো আসনে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থান ততটা মজবুত না হলেও, শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর থেকেই তারা নির্বাচন ঘিরে মাঠে নেমেছে। ফলে ভোটার একটা অংশের কাছে তাদের সমর্থনও বেড়েছে। ভোটাররা বলছিলেন, গত দেড় বছরে বিএনপি নেতাদের কিছু নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে ভোটারদের মধ্যে জামায়াতের কিছুটা সমর্থনও বেড়েছে। দলে অন্তঃকোন্দল না থাকলেও জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থিতা নিয়ে এখনো সংকট চলছে চট্টগ্রাম-৮ আসনে। এই আসনটিতে এনসিপিকে জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার পরও জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেনি। ফলে, আসনটি ঘিরে এনসিপি ও জামায়াতের মধ্যে কিছুটা সংকটও দেখা দিয়েছে। এর বাইরে কয়েকটি আসনে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা। জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগর আমীর নজরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমরা মনে করি এই নির্বাচনের চট্টগ্রামে অর্ধেকের বেশি আসন জামায়াত পেতে পারে। তবে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।„ যদিও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ কতটা শঙ্কামুক্ত থাকে, তা নিয়ে এখনো শঙ্কা রয়েছে দলটির মধ্যে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

সংবিধান সংস্কার পরিষদ কী, সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে বিতর্ক কেন?

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হওয়ার পর সংসদ এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের কাজের ধরণ, সময় আর প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো নিয়ে এক ধরনের অস্পষ্টতা ও আইনি জটিলতার প্রশ্ন সামনে আসছে। নির্বাচনের পর সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা চলছে। এমনকি এ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের পক্ষ থেকে একটি বার্তাও দেওয়া হয়েছে। ১২ ফ্রেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি, জুলাই জাতীয় সনদে চারটি বিষয়ের ওপর একটি প্রশ্নে গণভোট দেবেন সাধারণ ভোটাররা। যেখানে 'হ্যা' অথবা 'না'-এর মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবেন তারা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দুই দফা শপথ অনুষ্ঠিত হবে। যার একটিতে সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে এবং অন্যটিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ প্রথম দিন থেকেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন, স্পিকার নির্বাচন, বাজেট প্রণয়নসহ নিয়মিত সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে। একই সময়ে সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে গণভোটের রায় অনুযায়ী, পাশাপাশি কাজ করবে সংবিধান সংস্কার পরিষদও, যা পরবর্তী ১৮০ কর্মদিবসের মধ্যেই

প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। সময় নির্দিষ্ট করা হলেও এক্ষেত্রে অবশ্য কোনো সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। এমনকি এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে কী হবে, সেটিও অস্পষ্ট। তবে সংসদ এবং বিদ্যমান সংবিধান বহাল রেখে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা তৈরি হবে কিনা, এমন প্রশ্ন সামনে এনেছেন অনেকে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন, নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই যদি আইন অনুযায়ী জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের কাজটি করতে পারেন, তাহলে আলাদা করে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন কিংবা ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

সরকার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সরকার পতনের পর দায়িত্ব নিয়েই সংস্কার ইস্যুতে কাজ শুরু করে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংবিধান, নির্বাচন, বিচার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে গঠিত সংস্কার কমিশনের দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫-এ রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাক্ষরের পর এটি বাস্তবায়নে অবিলম্বে সরকারি আদেশ জারি করে একটি গণভোট আয়োজনের সুপারিশ করে ঐকমত্য কমিশন। সিদ্ধান্ত হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদ প্রশ্নেও মতামত দেবেন সাধারণ ভোটাররা। যেখানে চারটি বিষয়ের ওপর করা একটি প্রশ্নে 'হ্যা' বা 'না'-এর পক্ষে রায় জানাবেন তারা। পরবর্তীতে সাংবিধানিক বিষগুলোতে আসা গণভোটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ করবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনের পর সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জুলাই জাতীয় সনদ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। তাহলে আলাদা করে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের প্রয়োজন হলো কেন?

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলছেন, "নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দুটো শপথ নেবেন, একটা হচ্ছে রেগুলার পার্লামেন্ট হিসেবে, যারা লম্বা সময় ধরে সংবিধানে পাঁচ বছরের কথা বলা আছে কাজ করবেন।„ "পাশাপাশি আরেকটি শপথ নেবেন যেটা ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে এই সংস্কারগুলো তারা অন্তর্ভুক্ত করবেন আলাপ-আলোচনার মধ্যদিয়ে এর ভিত্তিতে যা যা করার, সেগুলো তারা করবেন,„ বলেন তিনি। প্রত্যেকেই যাতে দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলো শেষ করার তাগিদ অনুভব করেন এ কারণেই সময় দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। বলেন, "যে রাজনৈতিক দলগুলো আলাপ-আলোচনা করেছে তাদেরকে বলে দেওয়া যে, আপনারা ১৮০ দিনের মধ্যে কাজগুলো করে ফেলেন।„ তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তাহলে কী হবে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি বলেও জানান মি. রীয়াজ। "এটা চাপ নয়, এটা কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া।„ তিনি বলছেন, বিদ্যমান আইন ও সংবিধান অক্ষুণ্ন রেখে জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ সম্ভব নয় বলেই সংবিধান সংস্কার পরিষদের বিষয়টি আলাদাভাবে আসছে। যে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন, এই অবস্থায় যদি আগের জায়গায় ফিরে যায়, তাহলে পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সেটি বাস্তবায়ন হবে না। কারণ বিদ্যমান সংবিধানে দেশের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন সম্ভব নয়, বলেন তিনি।

আইনি জটিলতা হতে পারে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা জাতীয় সংসদ। আর সংবিধান হলো রাষ্ট্র বা সংগঠনের মূল ভিত্তি, নীতি ও সর্বোচ্চ আইন। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা সংসদে বসে আইন প্রণয়নের কাজ করেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদ ইস্যুতে এখানেই প্রশ্ন তুলছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা। তারা বলছেন, বিদ্যমান সংবিধান বহাল থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারত। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, "যে-সব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো আপনারা সংসদে পাস করতে চাচ্ছেন, পাস করার পদ্ধতি আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ১৪২-এ উল্লেখ করা আছে।„ তিনি বলছেন, যারা সংসদ সদস্য হচ্ছেন, তারাই যদি এটি করতে পারেন, তাহলে আবার আলাদা করে সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে আলাদা ক্ষমতা দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? এক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটি আইনি জটিলতায় পড়ার শঙ্কা রয়ে যায় বলেও মনে করেন তিনি। বলছেন, "সুপ্রিম কোর্টের কাছে তো আছে সংবিধান, তারা তো ওইটার গুরুত্ব দেবে। রাজনীতি আর আইন তো দুই ধরনের জিনিস।„ এছাড়া একটি গেজেটের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য তৈরি এবং তাদেরকে আলাদা ক্ষমতা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংসদের পাশাপাশি আরেকটি সমকক্ষ সংস্থা তৈরি করছে, যা জটিল পরিস্থিতি তৈরি করবে। "ধরেন, আপনি ভাতও রাঁধেন, বিরিয়ানিও রাঁধেন, তাহলে আপনাকে দুইটা চুলায় বসাতে হবে। একই চুলায় যদি ভাতও বসান, বিরিয়ানিও বসান, তাহলে ওইটা ভাতও থাকবে না, বিরিয়ানিও থাকবে না,„ মি. মোরসেদ উদাহরণ দিয়ে বলেন।

সংসদ এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের এই বিপরীত অবস্থানের কারণে যে আইনি বিতর্ক তৈরি হবে, তাতে সব কিছুই যেন ভেস্তে না যায়- এই শঙ্কাও রয়েছে বিশ্লেষকদের। মি. মোরসেদ বলছেন, "এই সংবিধানে শপথ নিয়ে বিচারকরা

বসে আছেন, এই সংবিধান যারা ক্ষমতায় গেল, তারা এক ধরনের সংশোধন করল, অন্য যারা সংসদে সদস্য হবেন, তারা হয়ত আরেকটা করলেন, সব মিলিয়ে যখন আদালতে যাবে, তখন অন্যরা যেটা করলেন, সেটা তো কোর্ট রেকগনাইজ করবে না।„ এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান অনুযায়ী যদি করা হতো, তাহলে এই ধরনের কোনো বিতর্ক আসত না বলেই মনে করেন তিনি। যদিও বিতর্ক বা শঙ্কা তৈরির সুযোগ নেই বলেই মনে করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তার মতে, মৌলিক সংস্কার বা পরিবর্তন বিদ্যমান সংবিধান দিয়ে সম্ভব নয়। "এটা সমস্যা হতো, যদি দুটো সেপারেট বডি হতো, কিন্তু এখানে সংবিধান সংস্কার পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ দুই ক্ষেত্রে একই সদস্যরাই থাকছেন। আর তারা জুলাই জাতীয় সনদ তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যেও ছিলেন,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. রীয়াজ। তিনি বলছেন, সংবিধানে কিছু মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে বলেই একই সাথে সংসদ এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাজ চালানোর কথা বলা হচ্ছে। "নিয়মিত সংসদের মাধ্যমে মৌলিক কাঠামোয় পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত না-ও হতে পারে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। তিনি জানান, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মৌলিক সংস্কার করার সুযোগ সীমিত বলেই বিষয়টি নিয়ে অতীতেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মনজিল মোরসেদ বলছেন, "১৫ বছরের ইতিহাস আমাদেরকে কিছুটা ভালো করার জায়গা সৃষ্টি করে দিয়েছে, আমরা একমতও হয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে চলার পথে এমন কোনো সিস্টেমে আমরা না পড়ে যাই, যাতে আবারও পেছনে ফিরে যাই।„

সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনার চলছে। নির্বাচনের পরও ছয়মাস ক্ষমতায় থাকতে পারে অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার- এমন একটা আলোচনাও এসেছে। বিশেষ করে, "গণভোটে `হ্যাঁ', ভোটের মাধ্যমে ছয়মাস পরে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ইউনুস সরকার,„ সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ থেকে এ বিষয়ক একটি ফটো কার্ড শেয়ার করার পর এই আলোচনা বাড়তি মাত্রা পায়। বৃহস্পতিবার রাতে 'সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস' নামের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এই বিষয়ে একটি পাল্টা পোস্ট দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। তাতে ওই ধরনের আলোচনার বিষয়কে অসত্য বলে উল্লেখ করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের পোস্টে দাবি করা হয়েছে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৮০ দিন গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে- এমন কথা বলেননি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। বরং নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই এই দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও, জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫-এর কথা উল্লেখ করে ওই পোস্টে বলা হয়েছে, গণভোটে `হ্যাঁ', জয়ী হলে সংসদের দ্বৈত ভূমিকা থাকবে। "যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ একইসঙ্গে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।„ অর্থাৎ, সরকার হিসেবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কাজ করবেন, অন্তর্বর্তী সরকার নয়। জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫-এর সাত নম্বর অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, জনপ্রতিনিধিগণ একদিকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন, অন্যদিকে একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান সংস্কারের গাঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। আদেশ অনুযায়ী, সংসদ অধিবেশন শুরুর ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করার পর সংবিধান সংস্কার পরিষদ বিলুপ্ত হবে। তখন থেকে সংসদের আর দ্বৈত ভূমিকা থাকবে না; জনপ্রতিনিধিগণ কেবল সংসদ সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

জামায়াত জোটে থেকেও এনসিপির ৩৬ দফা ইশতেহারের ভাগ্য কী?

বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি তাদের দলের ৩৬ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছে। যদিও নতুন এই দলটি জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেধে অংশ নিচ্ছে সংসদ নির্বাচনে। নির্বাচনের জন্য জামায়াত জোটে থাকলেও দলীয় ইশতেহার ঘোষণা করে এনসিপির নেতারা বলেছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করলে তারা তাদের ইশতেহার বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকার গুলশানে একটি হোটেলে 'তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এনসিপি তাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। তারা তাদের ইশতেহারে যে-সব বিষয় উল্লেখ করেছে, তাতে শুরুতেই আছে জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। পাশাপাশি, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এবং আওয়ামী লীগের টানা ১৬ বছরের শাসনামলে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড ও গুমের বিচারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

এছাড়া, ভোটাধিকারের বয়স ১৬ বছর করা, আগামী পাঁচ বছরে দেশে এক কোটি সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, চাঁদাবাজি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা, ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা, মেধাবীদের দেশে ফেরানোসহ মোট ১২টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৩৬ দফার ইশতেহারে। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাসহ ইশতেহার ঘোষণার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদসহ শীর্ষ নেতারা। এখন প্রশ্ন হলো, গত

বছরের ফেব্রুয়ারিতে আত্মপ্রকাশ করা দলটি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১-দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের' সাথে থেকে দলীয় ইশতেহারে যে-সব প্রতিশ্রুতি দিল, তা বাস্তবায়ন করা কি আদৌ সম্ভব, তাদের আলাদা ইশতেহারের কারণ বা প্রয়োজন-ই বা কী?

জামায়াতের সাথে থেকে আলাদা ইশতেহার কেন

ইশতেহার ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনেই দলের আলাদা ইশতেহার প্রসঙ্গে প্রশ্ন এসেছিল। জবাবে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম উল্লেখ করেছেন, এনসিপির শেকড় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে। তিনি বলেছেন, এনসিপির যাত্রা শুরুর সময় থেকেই তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল 'ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' করার। তাদের ঘোষিত ইশতেহার বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে "স্বৈরতান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি রোধ হবে, গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হবে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়া যাবে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে জাতীয় মর্যাদা নিয়ে বিশ্বের বুকে দাঁড়ানো যাবে„ উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, "এগুলো এনসিপির প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষা ছিল।„ তিনি জানান, তারা শুরু থেকেই যে-সব দাবি জানিয়ে আসছিলেন, এখনো তারা একই দাবিতে আছেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে থেকেও তারা তাদের সকল দাবি পূরণ করতে পারেননি। "অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল সাংবিধানিক পরিবর্তন। আমরা একটি নতুন সংবিধান চেয়েছিলাম। কিন্তু একটি কমিশনের মাধ্যমে এটার মধ্যস্ততা হয় এবং সেখানেও আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি পূরণ করতে পারিনি। ফলে নতুন বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষাকে আমরা এখন দীর্ঘমেয়াদি যাত্রা হিসেবে দেখছি„ বলছিলেন তিনি।

জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে থেকে নির্বাচন করার পর দলের ইশতেহার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব, এমন প্রশ্ন যে উঠছে, সে ব্যাপারে নাহিদ ইসলাম বলেছেন, পুরনো দলের সাথে জোট করার ফলে প্রশ্ন উঠছে যে, এনসিপি তাদের লক্ষ্য থেকে সরে গেল কিনা। মি. ইসলাম আরও বলেন, জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটে "রাজনৈতিক জায়গায় ঐকমত্য রয়েছে এবং এটা মূলত নির্বাচনি জোট। আমাদের চেষ্টা থাকবে, এই ১১-দলীয় জোটের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কারের দাবি বাস্তবায়ন করবো। এই কারণে আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে আলাদা ইশতেহার দিচ্ছি। জামায়াতে ইসলাম তাদের আলাদা ইশতেহার দিবে।„ এনসিপির ইশতেহার বাস্তবায়ন কীভাবে হবে তাহলে? এর ব্যাখ্যায় নাহিদ ইসলামের ভাষ্য, যদি ১১-দলীয় জোট সরকার গঠন করে, তাহলে সরকারের ভেতরে এনসিপির যে অংশীদারিত্ব থাকবে, সেখানে এনসিপির এই দাবিগুলো "প্রায়োরিটি লিস্টে থাকবে।„ "আমরা সরকারের ভেতর থেকে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো। যে রকমটা আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের মাঝে থেকেও অনেক কিছু বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছি, আবার ব্যর্থও হয়েছি।„ তিনি আরও বলেন, এই জোট সরকার গঠন করলে কোনো নির্দিষ্ট দল তাদের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করবে না। বরং, তারা সমন্বিতভাবে কাজ করবো এবং বিশেষ করে সংস্কার, বিচার, দুর্নীতি, আধিপত্যবাদের প্রশ্নে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। "এই কারণেই এনসিপি তার নিজস্ব ইশতেহার দিচ্ছে, যা বাস্তবায়নে এনসিপি বদ্ধপরিকর...আর আমরা 'সরকারের অংশীদার' হবো, কারণ আমরা জোট প্রক্রিয়ায় আছি„ যোগ করেন তিনি।

এনসিপি আহ্বায়ক আরও জানান, তাদের ইশতেহার বিচ্ছিন্নভাবে আসেনি। বরং, জুলাই অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন, জুলাই পদযাত্রার সময়ে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার পর এগুলো এসেছে।

এন নজরে এনসিপি'র ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার

১. জুলাই সনদের যে-সব দফা আইন ও আদেশের ওপর নির্ভরশীল, তা বাস্তবায়নের সময়সীমা ও দায়বদ্ধ কাঠামো তৈরিতে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হবে।

২. জুলাইয়ে সংঘটিত গণহত্যা, শাপলা চত্বর গণহত্যা, বিডিআর হত্যাকাণ্ড, গুম ও বিচার-বহির্ভূত হত্যাসহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সময়ে সংঘটিত সব মানবতাবিরোধী অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করা হবে এবং একটি 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠন করা হবে।

৩. ধর্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নিপীড়ন এবং জাতি-পরিচয়ের কারণে যে-কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন প্রতিহত করতে মানবাধিকার কমিশনের অধীন একটি বিশেষ স্বাধীন তদন্ত সেল গঠন করা হবে।

৪. মন্ত্রী, এমপিসহ সব জনপ্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের হিসাব এবং সরকারি ব্যয়ের বিস্তারিত 'হিসাব দাও' পোর্টালে প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হবে।

৫. আমলাতন্ত্রে ল্যাটেরাল এন্ট্রি বৃদ্ধি এবং স্বাধীন পদোন্নতি কমিশনের মাধ্যমে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পদোন্নতি হবে। প্রতি তিন বছর অন্তর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পে-স্কেল হালনাগাদ করা হবে এবং এতে ইমাম-মুয়াজ্জিন-খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬. কার্ডের জটিলতা দূর করতে এনআইডি কার্ডকেই সব নাগরিক সেবা প্রাপ্তির প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

৭. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ১০০ টাকা নির্ধারণ, বাধ্যতামূলক কর্ম-সুরক্ষা বীমা ও পেনশন নিশ্চিত করে শ্রম আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

৮. স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের পণ্য ট্রাকে দাঁড়িয়ে নয়, বরং নিবন্ধিত নিকটস্থ মুদি দোকান থেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. সুনির্দিষ্ট বাড়িভাড়া কাঠামো তৈরি এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা ওয়াকফ সুকুক ভিত্তিতে সামাজিক আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

১০. গরিব ও মধ্যবিত্তের কর কমিয়ে কর-জিডিপি ১২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। কর ফাঁকি বন্ধ করে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে।

১১. পরিকল্পিতভাবে এলডিসি উত্তরণের জন্য আগাম এফটিএ-সিইপিএ করা হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস ও কঠোর আইনসহ তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রত্যাহার করা হবে।

১২. চাঁদাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ করে ব্যবসার রাজনৈতিক ব্যয় শূন্যে নামানো হবে। ৯৯৯-এর মতো হটলাইন চালু ও জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩. মুদ্রাস্ফীতি ছয় শতাংশে নামানো হবে। রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্কুলভিত্তিক আর্থিক শিক্ষা চালু করে জনগণের সঞ্চয় সুরক্ষিত করা হবে।

১৪. ভোটাধিকারের বয়স ১৬ বছর করা হবে এবং তরুণদের মতামত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে 'ইউথ সিভিল কাউন্সিল' গঠন করা হবে।

১৫. ৫ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল এবং প্রথম পাঁচ বছর করমুক্ত সুবিধা দেওয়া হবে।

১৬. বছরে ১৫ লাখ নিরাপদ ও দক্ষ প্রবাসী কর্মী গড়ে তুলতে সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্লেসমেন্ট ও ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৭. শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে বিভিন্ন মাধ্যমের সমন্বয় করা হবে। শিক্ষকদের পৃথক বেতন কাঠামো এবং পাঁচ বছরে ৭৫ শতাংশ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে।

১৮. উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের যোগসূত্র বাড়াতে স্নাতক পর্যায়ে ছয় মাসের পূর্ণকালীন ইন্টার্নশিপ বা থিসিস রিসার্চ বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৯. প্রবাসী গবেষকদের দেশে ফেরাতে ফান্ডিং প্রদান এবং কম্পিউটেশনাল গবেষণার জন্য একটি ন্যাশনাল কম্পিউটিং সার্ভার তৈরি করা হবে।

২০. হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার ও ট্রমার মতো জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য দেশের উত্তর ও দক্ষিণে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা জোন গড়ে তোলা হবে।

২১. দুর্গম অঞ্চলে জিপিএস-ট্র্যাকড জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স ও ইমার্জেন্সি প্যারামেডিক টিম নিশ্চিত করা হবে। প্রতি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ ও সিসিইউ সুবিধা থাকবে।

২২. এনআইডি-ভিত্তিক ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড গড়ে তোলা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সব নাগরিককে ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের আওতায় আনা হবে।

২৩. সংসদে নিম্নকক্ষে ১০০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

২৪. পূর্ণ বেতনে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ও এক মাস পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক হবে। সরকারি কর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক পিরিয়ড লিভ ও ডে-কেয়ার সুবিধা থাকবে।

২৫. উপজেলা পর্যায়ে স্যানিটারি সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসামগ্রী সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে।

২৬. প্রবাসীদের পাসপোর্ট, এনআইডি ও কনস্যুলার সেবা এক জায়গায় দিতে 'ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল পোর্টাল' গড়ে তোলা হবে।

২৭. রেমিটেন্সের বিপরীতে বিনিয়োগ ও পেনশন সুবিধা এবং বিমানে রেমিটমাইলস নামে ট্রাভেল মাইলস প্রদান করা হবে।

২৮. প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

২৯. ঢাকা ও চট্টগ্রামে সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং মালবাহী ট্রেন বাড়িয়ে সড়কপথের জট কমানো হবে।

৩০. পাঁচ বছরে বিদ্যুতের ২৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন এবং সরকারি ক্রয়ে ৪০ শতাংশ ইলেকট্রিক ভেহিকল নিশ্চিত করা হবে।

৩১. শিল্পকারখানায় ইটিপি বাধ্যতামূলক করা এবং নদী-খাল দখলকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে।

৩২. এনআইডি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষকের কাছে সরাসরি ভর্তুকির টাকা পাঠানো হবে এবং মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হবে।

৩৩. দেশীয় বীজ গবেষণা ও সংরক্ষণ সক্ষমতা বাড়িয়ে খাদ্যে ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

৩৪. সীমান্ত হত্যা বন্ধ ও পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে দৃঢ় কূটনৈতিক ভূমিকা রাখা হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালত ও সংস্থাগুলোর সহায়তা নেওয়া হবে।

৩৫. রোহিঙ্গা সংকটের মানবিক সমাধান এবং আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৩৬. সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মিত ফোর্সের দ্বিগুণ আকারের রিজার্ভ ফোর্স তৈরি করা হবে এবং সেনাবাহিনীতে ড্রোন ব্রিগেড ও সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম যুক্ত করা হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটের ছুটিতে কি ঘুরতে যেতে মানা?

নির্বাচনের দিন এমনিতেই সাধারণ ছুটি থাকে। আগের দিন, অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। আর এর পরের দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় এবার নির্বাচন ঘিরে টানা চারদিন ছুটি থাকছে। এছাড়া, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি থাকায় শুক্র ও শনিবার বাদেই টানা তিনদিন ছুটি পাবেন তারা। এমন প্রেক্ষাপটে টানা ছুটির আমেজ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না- এমন আলোচনা যেমন রয়েছে, তেমনি এই ছুটিতে মানুষের চলাচল কিংবা ভ্রমণের ক্ষেত্রে নির্বাচনি আইনে কী বিধি-নিষেধ বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেটিও সামনে আসছে। টানা ছুটির প্রভাব ভোটার উপস্থিতিতেও পড়তে পারে বলে মনে করেন নির্বাচন বিশ্লেষকদের অনেকে। নির্বাচন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা জেসমিন টুলি বলছেন, "মানুষ এই সময়টা হয়ত ব্যক্তিগত কাজেও ব্যবহার করতে পারেন।„ নির্বাচন ঘিরে যে চারদিনের টানা ছুটি মিলছে, সে সময় কি ঘোরাঘুরির মতো যে-কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব? এক্ষেত্রে নির্বাচনি আইনে কী কী বিধি-নিষেধ রয়েছে?

নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, ভোট নাগরিক অধিকার বলা হলেও বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী, ভোট দেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। তাদের মতে, একজন ভোটার চাইলে ভোট নাও দিতে পারেন। "আপনি ভোট দিন- এই পর্যন্তই বলার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ভোট দিতেই হবে এটা কেউ বলতে পারে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ টুলি। তবে, ভোট ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং নির্বাচনি এলাকায় বহিরাগতদের চলাচলে নানা বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনাগুলো এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এছাড়া, নির্বাচন ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা ইস্যু থাকলে নির্দিষ্ট এলাকা বা ট্যুরিস্ট স্পটে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়ও অতীতে দেখা গেছে। যদিও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার ক্ষেত্রে এমন নির্দেশনা এখনো দেয়নি নির্বাচন কমিশন। এদিকে, নির্বাচনের ছুটিতে কেবল ভোটের দিনটি ছাড়া বাকি দিনগুলোতে স্বাভাবিক বুকিং চালু রাখার কথা জানিয়েছেন ট্যুর অপারেটররা। আর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নানা নির্দেশনা থাকলেও, চারদিনের এই ছুটিতে একজন ভোটার বা ব্যক্তি কী করবেন, সেখানে হস্তক্ষেপের সুযোগ তাদের নেই।

ভোটের ছুটিতে যে-সব বিধিনিষেধ

নির্বাচনের আগে ও পরে চারদিনের ছুটিতে ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে যান চলাচল। কারণ নির্বাচন ঘিরে যানবাহন চলাচলে নানা বিধি-নিষেধ রয়েছে। বিশেষ করে, নির্বাচনের আগের রাত থেকেই দূরপাল্লা কিংবা স্বল্পপাল্লার যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ থাকে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ভোটের দিন ইসির অনুমোদন ছাড়া কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এর ফলে আন্তঃজেলা বাস, ভাড়া করা গাড়ি কিংবা ব্যক্তিগত যানবাহনে ভ্রমণ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ৭২ ঘণ্টা মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এছাড়া পিকআপ, মাইক্রোবাস, ট্রাক, লঞ্চ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত। তবে সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক অথবা জরুরি কোনো কাজে ব্যবহৃত যানবাহন এবং মোটরসাইকেল- নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং কর্মকতার অনুমোদন সাপেক্ষে চলাচল করতে পারবে। যানবাহনের পাশাপাশি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ব্যক্তি চলাচলের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা জেসমিন টুলি বলছেন, নিরাপত্তার কারণে ভোটের দিন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচলে কিছু নির্দেশনা থাকে, তবে সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা নেই বলেই মনে করেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "দেশের নাগরিক পুরো দেশেই তার ঘুরতে কোনো অনুমতি লাগার কথা না। তবে ইলেকশনে অনেক সময় যে এলাকায় ভোট হচ্ছে, ওই এলাকায় যাতে বহিরাগত না আসে, নিরাপত্তার স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত থাকে।„ ভোটের দিন ঢাকার কোনো ভোটার যদি ঘুরতে কক্সবাজার চলে যায়, তাহলে তাকে খোঁজ করা বা জবাবদিহি করার সুযোগ

আছে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা তো তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, এরকম কোনো কিছু নাই।„ ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেজন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে, বলেন তিনি।

পর্যটন কেন্দ্রগুলো কী খোলা থাকবে?

সাধারণত ছুটি পেলেই নানা পরিকল্পনা করেন সাধারণ মানুষ। অনেকে প্রয়োজনীয় কাজ সারেন, আবার কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন ঘুরতে। কিন্তু নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে বাড়তি তৎপরতা থাকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর। এছাড়া, বিশেষ নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে অনেক এলাকায় বহিরাগত প্রবেশ বা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়ারও অতীত নজির রয়েছে। ভ্রমণে আইনগত বাধা না থাকলেও, নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়তি চেকপোস্ট, হোটেলে অতিথিদের পরিচয় ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জবাবদিহি এমন বিষয়গুলোও আগের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে। বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন বা টোয়াব-এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাফিউজ্জামান বলছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভোটের দিনে পর্যটকদের জন্য কোনো বুকিং বা প্যাকেজ রাখছেন না তারা। "নির্বাচনের আগের রাত থেকেই কোনো প্রকার প্যাকেজ, কোনো প্রকার কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করি নাই। তবে পরের দিন থেকেই দেশের ভেতরে কিংবা বাইরে সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্যাকেজ থাকবে,„ বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

চীন ও যুক্তরাজ্যের নেতাদের আলোচনা, উন্নত সম্পর্কের জন্য আগ্রহ প্রকাশ

বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সাথে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বৈঠক করেছেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আট বছরের মধ্যে স্টারমার হলেন প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, যিনি চীন সফর করছেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নেতারা দীর্ঘমেয়াদি, স্থিতিশীল এবং ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। বৈঠকে শি বলেন, অস্থির ও পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মাঝে দুই দেশের সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। শি এও বলেন যে, একতরফাবাদ, সুরক্ষাবাদ এবং ক্ষমতার রাজনীতি সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। শি আরও বলেন, চীন এবং ব্রিটেনের উচিত বহুপাক্ষিকতাবাদকে সমর্থন করা। স্টারমার বলেন, চীন বিশ্ব মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তিনি আরও বলেন, দুই দেশের উচিত "আরও পরিশীলিত সম্পর্ক„ গড়ে তোলা, যেখানে তারা সহযোগিতার সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে পারবে এবং মতদ্বৈততা থাকা বিষয়গুলো নিয়ে অর্থপূর্ণ সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ৩০.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

লালফিতা ও টাকা পাচারের সমাপ্তি হবে, আশ্বাস জামায়াতের

নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা। নির্বাচনে জয়ী হয়ে জামায়াত সরকার গঠন করতে পারলে তারা ব্যবসায়ী সমাজের জন্য কী করবে, এ নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও টাকা পাচারের বিরুদ্ধে জামায়াত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে- এমন প্রতিশ্রুতি চান ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের উত্তরে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেন, ক্ষমতায় গেলে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করে ঘুস ও চাঁদাবাজিমুক্ত একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, জনগণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে এই সম্মানের মর্যাদা রাখা হবে। ঘুস, চাঁদাবাজি, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হবে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

২০ হাজার টাকায় দেশে ফিরতে পারবেন সৌদি প্রবাসীরা

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটে একমুখী টিকিটের ভাড়া মাত্র ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। আজ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানায়। এই বিশেষ ভাড়া বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বাসস-কে উদ্ধৃত করে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, এ প্রসঙ্গে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানান, বিশেষ এই ব্যবস্থার আওতায় সৌদি আরব ও বাংলাদেশ মিলিয়ে মোট ৮০ হাজার টিকিট বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রবাসী কর্মীরা উপকৃত হবেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বড় ধরনের লাভের মুখ দেখবে। উপদেষ্টা বলেন, পবিত্র হজের সময় সাধারণত বিমান একমুখী যাত্রী নিয়ে চলাচল করে। ফেরার পথে অনেক

ফ্লাইট ফাঁকা থাকে। আগেকার সেই ধারা বদলে এবার ফাঁকা ফ্লাইটগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এর ফলে, বিমানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ১০০ কোটি টাকার বেশি অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে মদিনা-ঢাকা ও জেদ্দা-ঢাকা রুটে একমুখী সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া মদিনা-ঢাকা-মদিনা ও জেদ্দা-ঢাকা-জেদ্দা রুটে রিটার্ন টিকিটের সর্বনিম্ন ভাড়া পড়বে ৪২ হাজার টাকা। এই বিশেষ ভাড়া বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে ফেরার ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগকে প্রবাসীবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সময়োপযোগী পদক্ষেপটি গ্রহণের জন্য তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "ভবিষ্যতে এ ধরনের বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনযাত্রা আরও সহজ করবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।„ তবে অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা সতর্ক করেন। তিনি বলেন, "অতীতে দেখা গেছে, প্রবাসীদের সুবিধা বিবেচনায় অনেক ভালো উদ্যোগ নেওয়া হলেও, সঠিক তদারকির অভাবে কিছুদিন পর তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই খেয়াল রাখতে হবে, এই উদ্যোগ যেন শতভাগ কার্যকর থাকে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

ভারত থেকে ফিরলেন ১২৮ বাংলাদেশি, বাংলাদেশ থেকে ফিরলেন ২৩ ভারতীয়

বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমারেখা (আইএমবিএল)-এ দুই দেশের কোস্টগার্ডের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দেড় শতাধিক বন্দি বিনিময় করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশি ১২৮ জেলেকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রসীমা লঙ্ঘনের দায়ে আটকের পর ভারতের কারাগারে বন্দি ১২৮ বাংলাদেশি জেলে দেশে ফিরেছেন। একইভাবে মাছ ধরতে এসে আটকের পর বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি ২৩ ভারতীয় জেলে নিজ দেশে ফিরেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গভীর সাগরে ভারতীয় কোস্টগার্ড জাহাজ বিজয়া ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড জাহাজ কামরুজ্জামানের উপস্থিতিতে বন্দিবিনিময় সম্পন্ন হয়। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে কমান্ডার শাহ্ কামরুজ্জামান ও ভারতের পক্ষে কমান্ডার নাদান কুমার স্বাক্ষর করে তাদের বুঝে নেন। ১২৮ বাংলাদেশি জেলেকে আজ বিকেলে বাগেরহাটের মোংলায় কোস্টগার্ড পশ্চিম অঞ্চল সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কামরুজ্জামান জাহাজের কমান্ডার শাহ্ কামরুজ্জামান বলেন, গত বছরের ১৮ ও ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় ২৩ জন ভারতীয় জেলে ও তাদের দু-টি বোট এফবি শুভযাত্রা (১৪ জন) ও এফবি অনি-২ (৯ জন) আটক করে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী। অন্যদিকে গত বছরের ১৬ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে ১২৮ বাংলাদেশি জেলেসহ পাঁচটি বোট এফবি আদিব-২ (২৮ জন), এফবি মায়ের দোয়া (৩২ জন), এফবি নূরে মদিনা (২৪ জন), এফবি আমিনা গণি (২৯ জন) ও এফবি আল্লাহ মালিক (১৫ জন) আটক করে ভারতীয় কোস্টগার্ড। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে উভয় দেশের বন্দি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। শাহ্ কামরুজ্জামান আরো বলেন, সরকারি নির্দেশনা ও দ্বিপক্ষীয় বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আজ তাদের পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শেষ হলো।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্বাচন ঘিরে সংখ্যালঘু প্রার্থীদের শঙ্কা ও উদ্বেগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন দলের হয়ে মোট ৮০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। তাদের অনেকেই নিজের এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগ ও শঙ্কার কারণ হিসেবে হুমকি, চাপ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নানামুখী সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কথা উল্লেখ করছেন তারা। তারা মনে করছেন, সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন নির্বাচনের জন্য অবাধ পরিবেশ এবং `লেভেল প্লেয়িং, মাঠ নিশ্চিত করতে পারেনি। এ কারণে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা নির্বাচনের আগের এবং পরের সময়কে নিজের এবং সমর্থকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। আসন্ন নির্বাচনে ৮০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন স্বতন্ত্র। বাকিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৭ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। এছাড়া বিএনপির ছয়জন, জাতীয় পার্টির চারজন, জামায়াতের একজন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী রয়েছে।

দেখা গেছে, বিএনপি এবং জামায়াতের সংখ্যালঘু প্রার্থীরা নিরাপত্তা নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন নন। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার কারণে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভোটার উপস্থিতির হার কেমন হবে, সে বিষয়ে তারা চিন্তিত। জাতীয় পার্টি, বাম দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকে নিজেদের ও সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে- এমন মত প্রকাশ করেছেন। নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন, কিংবা পুলিশের দিক থেকে তৎপরতা কম

বলে মনে করেন তারা। নানা সময় অভিযোগ জানিয়েও সদুত্তর পাননি বলেও অভিযোগ তাদের। `বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন করে সংখ্যালঘু প্রার্থী এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্বেগ ও শঙ্কার বিষয়টি তুলে ধরেছে। চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে এমন শঙ্কার উল্লেখ করে পরিষদ জানায়, জানুয়ারি মাসের ২৭ দিনে বাংলাদেশে ৪২টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে হত্যার ঘটনা ১১টি। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পরিবেশ এবং প্রার্থীদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয় `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদের পক্ষ থেকে।

সংখ্যালঘু প্রার্থীদের যত উদ্বেগ

সংখ্যালঘু প্রার্থীদের অনেকেই মনে করেন, ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই পরিস্থিতি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ছয়জন এবং বাসদ (মার্ক্সবাদী) সাতজন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছে। বরিশাল-৫ আসনে বাসদের প্রার্থী, চিকিৎসক মনীষা চক্রবর্তী মনে করছেন, প্রার্থী এবং সংখ্যালঘু ভোটার উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। মনীষা চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "শুধু সংখ্যালঘু ভোটার নয়, প্রার্থীরাও নিরাপদ নেই। প্রার্থী ওসমান হাদিকে হত্যা করে খুনি সীমান্ত পার হয়ে গেছে। সেটার বিচার হয়নি। সে তো সংখ্যালঘু ছিল না। এখানে সংখ্যালঘু-গুরু নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার হয়নি পুরোপুরি। এটাই প্রধান সমস্যা। সকলের নিরাপত্তা দেওয়া জরুরি। একইসঙ্গে ওসমান হাদি হত্যার বিচার হয়নি। দীপু দাসকে কীভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে! সে বিচারও হয়নি।„ তিনি আরো বলেন, "সংখ্যালঘুদের মধ্যে মব সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তারা যে সংখ্যালঘু, এই পরিচয় জানলে তাদের কোনো মবের শিকার হতে হয় কিনা, যেভাবে অহরহ মানুষকে `ভারতের দালাল, আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এগুলো আমরা প্রশাসনে বারবার বলেছি। বলেছি, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য, এসব ক্ষেত্রে তাদের তদারকি বাড়ানোর জন্য।„

রাজধানী ঢাকায় থেকেও একই রকম শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী বহ্নি বেপারী। ঢাকা-১০ আসন-এর প্রার্থী তিনি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েও ফল পাননি বলে দাবি তার। বহ্নি বেপারী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সংখ্যালঘু ভোটারেরা আমার কাছে জানতে চেয়েছে, তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারবে কিনা, আমি সেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারি কিনা। আমি নিজেই তো আসলে এলাকায় নিরাপদে ঘুরতে পারব সে রকম অনুভব করি না। যদিও প্রশাসন বলছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রশাসন তো প্রশাসনের জায়গায় বসে থাকে।„ বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী। এই আসনটি থেকে নির্বাচিত হতেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সেই আসনের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিকও `নির্বাচনের মাঠ, সবার জন্য সমান অনুকূল নয় বলে অভিযোগ করলেন। বড় দলগুলো তার সমর্থকদের হুমকি-ধামকি দেয় বলেও অভিযোগ তার। গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে ৫ আগস্টের পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীও চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন। প্রকাশ্যে অনেকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারছে না। আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাতে গেলে বড় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। এই অবস্থায় প্রচার-প্রচারণা চালানো কঠিন।„ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। সেখানেও সংখ্যালঘুরা ভোট নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন বলে একাধিক প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। খাগড়াছড়ি আসনে বিএনপির প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া। এই আসনে মোট প্রার্থী ১১ জন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন সমীরণ দেওয়ান এবং ধর্মজ্যোতি চাকমা। নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ধর্মজ্যোতি চাকমা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি নিজের ভয় দূর করে দিয়েছি। সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দূর করার জন্যই আমি প্রচারে নেমেছি। আমি নির্বাচনে থাকলে সংখ্যালঘুরা ভোট দিতে যাবেন।„

শঙ্কাহীন বিএনপি, জামায়াতের প্রার্থী

স্বতন্ত্র ও ছোট দলের প্রার্থীদের মতো বিএনপি ও জামায়াতের সংখ্যালঘু নেতারা নির্বাচনের মাঠকে এতটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন না। নিজেদের নিরাপত্তার শঙ্কাও নেই বলে জানিয়েছেন তারা। তবে, সংখ্যালঘু ভোটারদের মনে ভয় থাকার বিষয়টি তারাও স্বীকার করেছেন। বিএনপির সংখ্যালঘু ছয় প্রার্থীর মধ্যে দু-জন কেন্দ্রীয় নেতা। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গরেশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩ এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী প্রার্থী হয়েছেন মাগুরা-২ থেকে। সংখ্যালঘু প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নিতাই রায় চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেনি, তা বলবো না। তবে ব্যাপক কিছু হয়নি। দীপু দাসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাটা বেশি মর্মান্তিক হয়েছে। যে-সব ঘটনা ঘটছে, সে সবে তো বিএনপি জড়িত নয়। আমরা বরং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ৫ আগস্টের পর থেকে আমরা সবসময় তাদের পাশে ছিলাম, আছি, যাতে তাদের মধ্যে কোনো ভয়-ভীতি না থাকে।" নিতাই রায় চৌধুরীর আশা, সারা দেশে সংখ্যালঘুরা ধানের শীষে ভোট দেবে। তিনি মনে করেন, সংখ্যালঘুরা ভোটকেন্দ্রে যাবে, "একটাই কারণে- তাদের রিয়েলাইজেশন হচ্ছে আমরা এখানকার নাগরিক, আমরা এখানে বসবাস

করি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। কৃষক- শ্রমিকেরা মাঠে কাজ করে। সর্বস্তরের মানুষ মনে করে, ভোট না দিলে বরং নিজেদের কোণঠাসা করে ফেলা হবে।„ জামায়াতে ইসলামীর একমাত্র সংখ্যালঘু প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী। তিনি খুলনা-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় নির্বাচন করছেন। এই আসনে মোট আটজন সংখ্যালঘু প্রার্থী। কৃষ্ণ নন্দী নিজের নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি দেখছেন না। জামায়াতের হিন্দু শাখার ডুমুরিয়া উপজেলার সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার নিরাপত্তার কোনো অভাব নেই। কোনো হুমকিও পাইনি। নির্বাচনি পরিবেশও ভালো। সংখ্যালঘুদের আমি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেবো। তারা আমার বুকের মধ্যে থাকবে। যে জিতুক, যে হারুক, সব সময় তাদের নিরাপত্তা দেবো " সংখ্যালঘু নিপীড়নে জামায়াতের অতীতের ভূমিকা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নন্দী বলেন, "কোনো ব্যাপার না। একাত্তর আর ছাব্বিশ সাল এক না।„

জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে প্রর্থীরা ভোট চাইছেন। কেন্দ্রে কারা কতটা মন থেকে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন, তা বোঝার চেষ্টা করছেন সংখ্যালঘুরা। কারণ, কিছু কিছু প্রার্থীর ভোট চাওয়ার ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া, জামায়াতের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগও তুলছেন কোনো কোনো প্রার্থী। ঢাকা-১০ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বহ্নি বেপারী বলেন, "একেবারেই আশা করতে পারছি না যে, শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু ভোটাররা কেন্দ্রে যেতে পারবে। সেটা শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুরা বলছে, তারা ভোট দিতে যাবে না। এমনকি জামায়াতের একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে যে, যদি ভোট দিতে না যায়, তাহলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকবে। নিরাপত্তা জামায়াত দেখবে। যদি ভোট দিতে যায়, তাহলে নিরাপত্তা দেখতে পারবে না।„ গোপালগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী, হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক অভিযোগ করেছেন, বড় দলগুলোর পক্ষ থেকে তার সংখ্যালঘু সমর্থকদের দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ অভিযোগ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. শাহজাহান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এটা একেবারেই অবান্তর অভিযোগ। আমরা যদি সংখ্যালঘুদের নিরুৎসাহিত করি, তাহলে জামায়াত কেন সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে প্রার্থী দিলো! এ সমস্ত পুরনো বয়ান। এবারের নির্বাচনে আমরা পলিসি সামিট দিয়েছি। দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, সংখ্যালঘুদের অধিকার কী, সবকিছু পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা মনে করি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যালঘুরা আমাদের প্রচুর ভোট দেবে।„

এদিকে, নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিলে `জীবন স্বচ্ছল হবে, এমন আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে প্রচারণার মাঠে। এই ধরনের আশ্বাসকেও ভোটার উপস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যালঘু প্রার্থীদের চাপে ফেলবে বলে মনে করছে `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ। এ প্রসঙ্গে পরিষদের নেতা নির্মল রোজারিও বলেন, "পত্রিকায় দেখেছি, জীবনমান পরিবর্তন করে দেবে, অর্থ দেবে, তাদের এমন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এটা যদি হয়, সেটা অনৈতিক কাজ। ভোটের বিনিময়ে কেন অর্থ দিতে হবে? এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। অর্থের বিনিময়ে যারা ভোট নিতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়, দুরভিসন্ধিমূলক।„

জনগোষ্ঠীর নেতারা যা ভাবছেন

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতারাও জনগোষ্ঠীর ভোটে অংশগ্রহণ এবং ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কিত। কারণ, অতীতে নির্বাচনের আগে-পরে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া যখন-তখন সংখ্যালঘুদের `আওয়ামী লীগ, কিংবা `ভারতীয়, ট্যাগ দেওয়া হয়, এটাও ভয়ের কারণ। বাংলাদেশ `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদের সভাপতি নির্মল রোজারিও ডয়চে ভেলেকে বলেন, "অতীতের অভিজ্ঞতায় অনেক সময় দেখা গেছে, ভোটের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিপীড়িত-নিষ্পেষিত হয়েছে। এর ফলে তাদের মনের মধ্যে ভয় ও সংকোচ কাজ করে। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে, কিংবা নির্বাচনকে সফল করার জন্য যে-সব সংস্থা কাজ করছে, তাদের এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।„ নির্মল রোজারিও আরো বলেন, "সংখ্যালঘুরা কোনো বিশেষ দলকে ভোট দেয় না। সংখ্যালঘুরা মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় বিশ্বাস করে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী, তাদের মূলত ভোট দিতে চায় সংখ্যালঘুরা। একটা সম্প্রীতিপূর্ণ দেশ হবে, একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে, যেখানে সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার পাবে- এই প্রত্যাশা আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে বরাবরই।„

প্রশাসন যা বলছে

দেশে চলমান সহিংসতার ঘটনার সবগুলোকে নির্বাচনকেন্দ্রিক বা সংখালঘু-নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করতে নারাজ প্রশাসন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে যথেষ্ট নজরদারি রয়েছে বলে দাবি তাদের। এছাড়া, ভোটের মাঠ সব প্রার্থীর জন্য সমান রয়েছে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি (অপরাধ ও

অপারেশন) খন্দকার রফিকল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যদি ভোটের ক্ষেত্রে কোথাও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত রয়েছে। যে জায়গাগুলোতে হিন্দু বা অন্য জনগোষ্ঠী রয়েছে, ঝুঁকি আছে, সেসব এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছি। ভোটারদের আস্বস্ত করা যে, এই ভীতিকর পরিবেশ থাকবে না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারবে।„ নরসিংদী ও ভালুকায় সংখ্যালঘু তরুণকে পুড়িয়ে মারা কিংবা রাউজানে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আগুন দেওয়ার সাম্প্রতিক এবং বহুল আলোচিত ঘটনা প্রসঙ্গে খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, "এগুলো কিন্তু নির্বাচনকেন্দ্রিক ঘটনা নয়। নির্বাচনের সঙ্গে সংশিষ্ট নয়। এগুলোর জন্য মামলা হয়, আসামি ধরা পড়ে। তবে এ সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে স্পর্শকাতরতা বাড়ে, আমরাও বুঝি। এ জন্য পুলিশকে বলেছি, তৎপর থাকতে। তাদের একটু আস্বস্ত করা, এরকম কিছু ঘটতে পারে, এ বিষয়ে সজাগ থাকতে। এ ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে। যারা ঝামেলা করতে চায়, তাদের একটু অস্বস্তিতে রাখতে হবে।„ তিনি আরো বলেন, "প্রতিটি এলাকার এসপিকে নির্বাচনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা কেন্দ্র নির্ধারণ করতে বলেছি। কোন এলাকায়, কী ধরনের ঝুঁকি, তা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী তারা টহলের ব্যবস্থা করবে।„
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশ-চীন পার্টনারশিপ ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ-চীন পার্টনারশিপ ফোরামের একটি প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন চীনের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, বিনিয়োগকারী ও শিল্পখাতের নেতারা, বিশেষ করে বায়ো-মেডিক্যাল, অবকাঠামো, ডিজিটাল ও আইন খাতের প্রতিনিধিরা। গত বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক হয়। শুক্রবার সকালে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বৈঠকে সিচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েস্ট চায়না স্কুল অব মেডিসিনের পরিচালক ও খ্যাতনামা বায়ো-মেডিক্যাল বিজ্ঞানী শিন-ইউয়ান ফু ড. ইউনূসের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন। বাংলাদেশি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কাজ করতে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখতে তিনি তার আগ্রহের কথা জানান। ওয়ালভ্যাক্স বায়ো-টেকনোলজির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সিনিয়র উপদেষ্টা অ্যান্ড্রু জিলং ওং এবং ওয়ালভ্যাক্স বায়োটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউকিং ইয়াও বাংলাদেশে কাজ করার আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে অন্তত ২২টি দেশে টিকা রপ্তানি করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

তারুণ্য ও মর্যাদার ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা এনসিপির

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। দলটি এই প্রতিশ্রুতির নাম দিয়েছে `তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার,। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াসহ শীর্ষ নেতারা অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে জোট গঠন করলেও, নতুন বন্দোবস্তের লড়াই চলবে : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, নির্বাচনে জোট গঠন করলেও, নতুন বন্দোবস্তের লড়াই চলমান। ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে এনসিপির লক্ষ্য সংস্কার বাস্তবায়ন করা। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে দলটির ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, এনসিপির জন্য আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যখন আমরা গণ-অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে ২০২৪ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছি। সেই দল একটি জোট প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। এখানে কতগুলো বিষয় আসছে, যেগুলো পুরো এনসিপির চলার সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন জাতীয় নাগরিক পার্টি আমরা শুরু করি, আমরা কতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ঘোষণাপত্র দিয়ে শুরু করেছিলাম। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে আমাদের দলের নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। আমাদের যেই চিন্তা বা আদর্শের জায়গাটা, সেটাও গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

বিএনপিই পারে দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে : তারেক রহমান

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, একমাত্র বিএনপি অতীতে সেটা দেখিয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপি দেখিয়েছে বলেই, বিএনপির অভিজ্ঞতা আছে বলেই, বিএনপির পক্ষেই সম্ভব একমাত্র দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে সঠিকভাবে, শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শক্তভাবে মানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা। তিনি আরও বলেন, বিএনপিই একমাত্র পারে, দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে। শুক্রবার রাতে রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে আয়োজিত বিভাগীয় নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন

তারেক রহমান। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "আবু সাঈদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে আরেকটি বিষয়ের টুঁটি চেপে ধরতে হবে, তা হলো- দুর্নীতি। এই দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরতে হবে। আমরা দেখেছি, বিগত ১৬ বছর উন্নয়নের নামে মেগা প্রজেক্ট হয়েছে। যদি মেগা প্রজেক্টটি শুধু হতো, আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমরা দেখেছি, কীভাবে মেগা প্রজেক্টের নাম করে মেগা দুর্নীতি করা হয়েছে। এই দুর্নীতির অবসান হতে হবে। এই কাজটিও যদি কেউ করতে পারে, সেটাও একমাত্র বিএনপির পক্ষেই করা সম্ভব। কারণ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেই সংস্থাটি দুর্নীতিতে কে কত নম্বর পেল এই হিসাব করে; তাদের হিসাব মতেই ২০০১ সালে যখন খালেদা জিয়া দায়িত্ব পায়, তখন থেকে আস্তে আস্তে বাংলাদেশে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে ওপর দিকে উঠতে থাকে, মুক্ত হতে থাকে। কাজেই বিএনপি এটিও প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, বিএনপিই একমাত্র পারে, দেশকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

গণ-অভ্যুত্থানের পর লুট হওয়া অস্ত্রের ৩২৯টি র‍্যাবের উদ্ধার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে পুলিশ ও র‍্যাব থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩২৯টি উদ্ধার করেছে র‍্যাব। একইসঙ্গে বাহিনীটি বিগত এক মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নানা অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১১ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাহিনীর মুখপাত্র উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য `নিরাপত্তা সতর্কতা, জারি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য `নিরাপত্তা সতর্কতা, জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। শুক্রবার সকালে দূতাবাসের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স ও ফেসবুকে এ সতর্কবার্তা প্রকাশ করা হয়। নিরাপত্তা সতর্কতায় বলা হয়েছে, নির্বাচনি সময়কালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বা উগ্রপন্থি হামলার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের ঘটনার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে নির্বাচনি সমাবেশ, ভোটকেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থান। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস। বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যে-কোনো বড় ধরনের জনসমাগমের আশপাশে অবস্থান বা চলাচলের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোট-গণভোটে ২৬ কোটি ব্যালট পেপার, ব্যয় ৪০ কোটি টাকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য ছাপানো হচ্ছে ২৬ কোটি ব্যালট পেপার। দুই ভোটের ব্যালট পেপার ছাপাতে মোট ব্যয় হচ্ছে ৪০ কোটি টাকা। প্রথমে সংসদ নির্বাচনের ব্যালট ছাপানোর কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে গণভোট অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একই দিনে দুই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই দুই ভোট একসঙ্গে করতে দ্বিগুণ ব্যালট পেপার ছাপানো হচ্ছে। তবে দ্বিগুণ ব্যালট ছাপানো লাগলেও, ব্যালট পেপার ছাপাতে অতিরিক্ত কাগজ কিনতে হয়নি নির্বাচন কমিশনকে। গণভোটের জন্য রঙিন কাগজ ব্যবহার করা হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য এই কাগজ আগেই কিনে রেখেছিল ইসি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোটের আগেই ৪ জনের প্রাণহানি, সারা দেশে ১৪৪ সহিংসতা

শেরপুরে প্রার্থীদের নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মওলানা রেজাউল করিম নিহত হন। শুধু শেরপুরের ঘটনাই নয়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন গত ১১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর থেকে আরও তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তফশিল ঘোষণার পর সারা দেশে অন্তত ২৫টি জেলা এবং তিনটি মহানগরের বিভিন্ন থানা এলাকায় ১৪৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে চার দফা করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যা অন্য জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সংঘাতপ্রবণ জেলাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করেন অপরাধ বিশ্লেষকরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

পোশাক শ্রমিকদের অবরোধে বিমানবন্দর-মহাখালী সড়কে যান চলাচল বন্ধ

প্রাপ্য সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিমানবন্দর-মহাখালী রুটের আউট-গোইং সড়ক অবরোধ করেছে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ী এলাকার `মাসুদ অ্যাপারেলস লিমিটেড, নামের কারখানার শ্রমিকরা শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করেন।

এদিকে, শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিলে ওই রুটে সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন যানের চালক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনের রিজার্ভেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব অনুমোদন

নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক কিংবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের `কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্টের, অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এ বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের রিজার্ভেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ সিদ্ধান্তকে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এদিন রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ থেকে পরিবারতন্ত্রের সংস্কৃতি চিরতরে মুছে দিতে চাই : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, যুব সমাজের প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়তে কাজ করবে জামায়াতে ইসলামী। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসবে তাদের প্রথম ভোট হবে `হ্যাঁ,, দ্বিতীয় ভোটটি হবে ইনসাফের পক্ষে। আমরা পরিবারতন্ত্রের সংস্কৃতি চিরতরে মুছে দিতে চাই। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে একজন রিকশাচালকও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে ফেনী সরকারি কলেজ মাঠে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, অতীতের বস্তাপচা রাজনীতি এ দেশের মানুষ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাখ্যান করবে। সারা দেশে জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তা করা হয়েছে। নারীদের বেইজ্জতি আমরা সহ্য করতে পারবো না। বেকার ভাতা নিয়ে বিএনপির প্রতিশ্রুতির বিষয়ে জামায়াত আমির বলেন, বসে বসে বেকার ভাতা খাব না, আমরা কর্মসংস্থান তৈরি করবো। ন্যায়-ইনসাফের জন্য আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ। পেছনে নয়, সামনে দৌঁড়াবো। জামায়াতে ইসলামীর বিজয় নয়, ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই। ফেনীর ভোটারদের উদ্দেশ্যে ডা. শফিকুর বলেন, ফেনীতে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হবে। যে বাঁধের কারণে ফেনীবাসীর দুঃখ, বন্যার চিরায়ত যে সমস্যা, তার সমাধান করা হবে। ফেনীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম করার চেষ্টা করবে জামায়াত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

দীর্ঘদিনের দলীয়করণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করেছে : আসিফ মাহমুদ

দীর্ঘদিনের দলীয়করণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিচারহীনতা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ায় নাগরিক অধিকার সংকুচিত হয়েছে। যার পরিণতি ছিল একটি ফ্যাসিবাদী কাঠামো। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও আমরা গণতন্ত্র, সাম্য এবং মানবিক মর্যাদা এবং জনকল্যাণকর একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতা এবং এই বাস্তবতা স্বীকার করাই আমাদের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রথম ধাপ বলে আমরা মনে করি। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলের লা ভিতা হলে এনসিপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার থেকে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের জনগণ বঞ্চিত হয়ে আসছে। সেই ভোটাধিকারের একটি নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

সমর্থকদের ওপর হামলা, নির্বাচনি মাঠ ছাড়ার হুমকি হান্নান মাসউদের

শাপলা কলির সমর্থকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ করে তাদের দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার দাবি করেছেন নোয়াখালী-৬ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী এনসিপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। অন্যথায় নির্বাচনের মাঠ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার বিকেলে নোয়াখালীর একটি কনভেনশন হলে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মাসুদ। হান্নান মাসউদ বলেন, দুপুরে হাতিয়ার নলচিরা ঘাটে ফেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার ৮-১০ জন সমর্থককে পিটিয়ে আহত করে নদীতে ফেলে দেয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। চিহ্নিত এসব সন্ত্রাসীদের দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে থানা ঘেরাওসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, হাতিয়ায় সরকারি তালিকা অনুযায়ী, অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের মাঠে থাকবো কি না তা আবারও ভেবে দেখতে হবে। আমরা প্রশাসনকে বারবার বলেও কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

সনাতন ধর্মাবলম্বী নির্যাতনকারীদের উত্তরসূরিরা নির্বাচনে লড়ছে : সালাউদ্দিন আহমেদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনের এমপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "একাত্তরে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন করেছিল, তারাই উত্তরসূরিদের নিয়ে আবার নবরূপে ফিরে এসে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে।

তাদের হাতে এদেশের সব নাগরিক নিরাপদ কিনা দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রাখলাম।„ শুক্রবার পেকুয়া সদরের বিশ্বাস পাড়ায় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সালাহউদ্দিন বলেন, "মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে একটি ধর্মভিত্তিক দলের হাতে এদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হতে হয়েছিল, ত্যাগ শিকার করতে হয়েছিল, যা সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের পূর্ব পুরুষেরা জানেন। যারাই স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনি কিংবা স্বাধীনতা চায়নি, তারাই সনাতনী ভাই-বোনদের এমন নির্যাতন করেছিল।„ তিনি বলেন, "বিএনপির শাসন আমলে এদেশের সব ধর্মের মানুষ নিরাপদ ছিল। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এদেশের সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি এদেশের সব মানুষকে নিয়ে যারাই এ ভূখণ্ডে বসবাস করেন, তাদের সবাইকে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরাও কোনো ধরনের জাতি বিভক্তি, ধর্মীয় বিভক্তি কিংবা বর্ণ বিভক্তি চাই না আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশি হিসেবে বসবাস করতে চাই।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

দেশ প্রেমিকের অভিনয় আর দেখতে চাই না : জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, "নিজের ছেলে-মেয়েদের বিদেশের মাটিতে লেখাপড়া করাবেন। নিজে দেশ প্রেমিকের অভিনয় করবেন। সেটি আমরা আর দেখতে চাই না। দেশ প্রেমিক হলে সব কাজে দেশ প্রেমিকের পরিচয় বাস্তবে দিতে হবে, মুখে নয়। মুখের কথা জনগণ এখন আর বিশ্বাস করে না।„ শুক্রবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় লাকসাম স্টেডিয়ামে উপজেলা জামায়াত আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "ঘরে ঘরে কার্ড বিতরণ হচ্ছে। নাম তার ফ্যামেলি কার্ড। কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে, দুই হাজার, কোনো জায়গায় ৭ হাজার। আবার কোনো জায়গায় ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ ফ্যামেলি কার্ড দেওয়া হবে মায়ের হাতে, বাবার হাতে না, কী চমৎকার? এক হাতে ফ্যামেলি কার্ড, আরেক হাতে মায়ের গায়ে হাত। আহ, বাংলাদেশের মানুষকে এত বোকা মনে করছেন? সবাই নিজের বুঝটা ভাল করেই বুঝে। আমরা এ অনিরাপদ বাংলাদেশ আর দেখতে চায় না।„ জামায়াত আমির বলেন, "৫ তারিখে পটপরিবর্তনের পর যারা জুলাই মানেন না, যারা সংস্কার মানেন না, যাদের চরিত্র পাল্টায়নি, তাদেরকে দিয়ে কী নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব? ১৩ তারিখ নতুন বাংলাদেশ পাওয়ার জন্য ১৮ কোটি মানুষ মুখিয়ে আছে। যারা এখনই ফ্যাসিবাদের আচরণ করেছে, জাতির সঙ্গে তাদের দিয়ে কী ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়া যাবে? যাবে না। ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যাদের আছে, তাদেরকে বেছে নিতে হবে। এ সাহস আল্লাহর মেহেরবানি জামায়াত ইসলামীর আছে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

শহিদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহিদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় পৌঁছে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন তিনি। এ সময় আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন, বড় ভাই রমজান আলীসহ বিএনপির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। জিয়ারত শেষে শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি চেয়ারম্যান। তিনি শহিদ আবু সাঈদের ত্যাগ ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে ১৬ দেশ থেকে আসছেন ৫৭ পর্যবেক্ষক

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদ বিষয়ক গণভোট পর্যবেক্ষণে অন্তত ১৬টি দেশ মোট ৫৭ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই পর্যবেক্ষকরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথসহ গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কয়েকশো আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হবেন। শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। উপ-প্রেস সচিব জানান, দ্বিপক্ষীয় পর্যবেক্ষক দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে মালয়েশিয়া, ১৪ জন। এর পরই রয়েছে তুরস্ক, যারা ১২ জন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন দেশটির নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান দাতো শ্রী রামলান বিন দাতো হারুন। তুরস্কের প্রতিনিধিদলে থাকবেন দেশটির কয়েকজন সংসদ সদস্য। দলটির নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক তুর্কি রাষ্ট্রদূত মেহমেত ভাকুর এরকুল। এছাড়া, অন্য যে-সব দেশ নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, সেগুলো হলো- ইন্দোনেশিয়া (৫), জাপান (৪), পাকিস্তান (৩), ভুটান (২), মালদ্বীপ (২), শ্রীলঙ্কা (১), ফিলিপাইন (২), জর্ডান (২), ইরান (১), জর্জিয়া (২), রাশিয়া (২), কিরগিজস্তান (২), উজবেকিস্তান (১) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (২)। উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ জালাল সিকান্দার সুলতান এবং ভুটানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডেকি পেমা। নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে সহায়তাকারী জ্যেষ্ঠ সচিব ও এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ বলেন, এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের আগমনের

বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। শিগ্‌গির আরও কয়েকটি দেশ তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করবে বলে আমরা আশা করছি। কমনওয়েলথের ১৪ সদস্যের পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দেবেন ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট নানার আকুফো-আদ্দো। এই দলে আরও রয়েছেন, মালদ্বীপের সাবেক পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী জেফ্রি সালিম ওয়াহিদ, সিয়েরা লিওনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড জন ফ্রান্সিস এবং মালয়েশিয়ার সাবেক সিনেটর রাস আদিবা মোহদ রাজি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় নৌ-বাহিনীর সৈনিক নিহত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মো. নাজমুস সাকিব নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহত সাকিব বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর চট্টগ্রামের বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির একজন সৈনিক। তিনি চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা এলাকার প্রয়াত আবু হানিফের ছেলে। শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে পটিয়া বাইপাসের শেয়ানপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম মো. ইকরাম হোসেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে নাজমুস সাকিব ও ইকরাম হোসেন একটি মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হন। এ সময় পটিয়া বাইপাস এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস তাদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাজমুস সাকিব মারা যান। আহত ইকরামকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় র‍্যাবের টহল দল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

৭ দিনে সেনা অভিযানে গ্রেফতার ৫০৪

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাতদিনে ৫০৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর-এর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিট কর্তৃক অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশকিছু যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সব যৌথ অভিযানে সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি, মাদকাসক্ত, ডাকাত সদস্য, কিশোর গ্যাং, চোরাকারবারিসহ মোট ৫০৪ জন সন্দেহভাজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩০.০১.২০২৬ আসাদ)

BBC

TRUMP SAYS PUTIN WILL NOT ATTACK UKRAINE CITIES DURING COLD WEEK

US President Donald Trump says Russia's Vladimir Putin has agreed not to attack Ukraine's capital, Kyiv, and other cities and towns for a week due to "extraordinary cold" weather. Russia has not confirmed any such agreement, but Ukraine's President Volodymyr Zelensky welcomed Trump's announcement and said he expected Russia to keep its promise. Trump did not specify when the pause would begin, but temperatures in the Ukrainian capital are due to plummet from Thursday night and reach -24C in the next few days. Russia intensified attacks on Ukraine's energy infrastructure during the bitter winter, as it has during cold periods since the full-scale invasion began in 2022.
(BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

EU ADDS IRAN'S REVOLUTIONARY GUARDS TO TERRORIST LIST

The European Union has added Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to its terrorist list in response to Tehran's deadly crackdown on protesters in recent weeks. "Repression cannot go unanswered," the bloc's top diplomat Kaja Kallas said, adding the move would put the IRGC - a major military, economic and political force in Iran - on the same level as jihadists like al-Qaeda and the Islamic State group. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi, said the EU decision was a "stunt" and a "major strategic mistake". Human Rights groups estimate thousands of protesters were killed by security forces, including the IRGC, during weeks of unrest in December and January.
(BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

'IT WILL BE GREAT' IF US 'DIDN'T HAVE TO USE MILITARY FORCE ON IRAN TRUMP

Donald Trump says he has told Iran it has to do "two things" to avoid military action, as the US builds up its forces in the Gulf. "Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters," the US President said, adding that "they are killing them by the thousands". "We have a lot of very big , very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them." His latest remarks follow weeks of pressure on Iran to negotiate a deal on its nuclear programme. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi has said armed

forces were ready "with their fingers on the trigger" to "immediately and powerfully respond" to any aggression. (BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

PANAMA VOIDS HONG KONG-BASED FIRM'S CANAL PORT CONTRACTS

Panama's Supreme Court has annulled contracts allowing a Hong Kong-bssed company to operate container ports on the Panama canal. The ruling comes a year after US President Donald Trump claimed China was "operating the Panama Canal " - the main shipping link between the Atlantic and Pacific oceans - in his inaugural speech. CK Hutchison Holding, through subsidiary Panama Ports Company (PPC), has operated two of the five ports since the 1990s. It had previously agreed to sell them to a group led by a US investment firm under a wider deal. The court found that laws allowing the firm to operate the ports were "unconstitutional", but PPC said the ruling "lacks legal basis".
(BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

BURKINA FASO JUNTA ANNOUNCES BAN ON ALL POLITICAL PARTIES

Burkina Faso's junta has announced a ban on all political parties, whose activities have been suspended since the military seized power in 2022. Junta leader Captain Ibrahim Traore has been criticized for suppressing dissent and the move will be seen as the latest move to tighten control. According to Burkina Faso's Interior Minister Emile Zerbo, the ban is part of plans to "rebuild the state" after what he said were "numerous abuses" in the country's multiparty system. Zerbo said the system had been "promoting division among citizens and weakening the social fabric". (BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

SYRIAN GOVERNMENT REACHES DEAL WITH KURDISH-LED FORCES

Syria's government has reached a deal with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) militia alliance that would see the gradual integration of Kurdish forces and institutions into the state. This comes after weeks of clashes which saw Syrian troops reclaim large swathes of territory in the north-east that had been under SDF control for more than a decade. US envoy Tom Barrack called it "a profound and historic milestone in Syria's journey toward national reconciliation, unity, and enduring stability". Earlier this month - and after its major territorial losses - the SDF agreed to a ceasefire that saw much of its hold brought under government control, but reports of clashes continued.
(BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

WORRIED FAMILIES IN INDIA URGE RETURN OF CREW ON SHIP SEIZED BY IRAN

The families of 16 Indian seafarers held in Iran since December say they are anxious about the fate of their loved ones as the geopolitical situation in the region remains tense. On 8 December, Iranian authorities seized an oil tanker, MT Valiant Roar, while it was in international waters. They alleged that the ship, operated by Dubai-based Prime Tankers LLC, was carrying 6,000 metric tonnes of illegal diesel. The company has denied this. Apart from the 16 Indians, the crew has one person each from Bangladesh and Sri Lanka. The Indian families of the crew members have approached the Delhi high court, asking it to issue urgent directions to the government to secure consular access and ensure their safe return.
(BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

S. AFRICA EXPELS ISRAELI ENVOY OVER 'VIOLATIONS OF DIPLOMATIC NORMS'

South Africa has expelled Israel's top diplomat in the country for "violating diplomatic norms", including making "insulting remarks" against South African President Cyril Ramaphosa. Ariel Seidman, charge d'affaires at Israeli embassy, has been declared persona non grata and given 72 hours to leave the country, South Africa's foreign ministry says. He has been accused of using official social media platforms to attack Ramaphosa and inviting Israeli officials to South Africa without permission. Relations between the two countries have been frosty since South Africa accused Israel of genocide against Palestinians at the International Court of Justice, a charge Israel has rejected. (BBC News Web Page: 30/01/26, FARUK)

:: THE END ::